দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৪।৪।৮১
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

147

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা কেন্দ্র

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরীক্ষায় নকল ও দুর্নীতি বন্ধের লক্ষ্যে একটি সাধারণ নির্দেশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডসমূহের কতকগুলো পরীক্ষা কেন্দ্র ১৯৮১ সাল থেকে বন্ধ ঘোষিত হয়। সাধারণ নির্দেশটিতে উল্লেখ ছিলো যে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের ক্ষেত্রে 'যেমন পরীক্ষা কেন্দ্র 'স্বাধীনতার পরে' স্থাপিত হয়েছে এবং মহকুমা সদরের বাইরে সেসব কেন্দ্র ১৯৮১ সাল থেকে বন্ধ থাকবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহের ক্ষেত্রে—'যেসব কেন্দ্র মহকুমা সদরে অবস্থিত নয়—তাই স্বাধীনতার পরে হোক কিংবা আগে—১৯৮১ সাল থেকে উক্ত পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো বন্ধ থাকবে'।

অবশ্য কিছুদিন আগে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বোর্ডসমূহের ব্যাপারে এই সাধারণ নির্দেশ প্রত্যাহারের মাধ্যমে বন্ধ কেন্দ্রগুলো পুনর্বহালের ঘোষণা প্রদান করা হয়। মাদ্রাসাবোর্ডের কেন্দ্রগুলোর ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে। বা হয়েছে এখনো জানা যায়নি। উল্লেখিত সাধারণ নির্দেশের আওতায় মাদ্রাসা বোর্ডের ৭টি পরীক্ষা কেন্দ্র বন্ধ ঘোষিত হয়। সাধারণ নির্দেশটিতে আমরা দেখি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের ক্ষেত্রে 'স্বাধীনতার পরে' অংশটি অতিরিক্ত সংযোজিত হয়েছে—যা একটি শর্তও বটে। এই প্রেক্ষিতে আমাদের অভিযোগ একই উদ্দেশ্যে দু'ক্ষেত্রে দু'ধরনের নির্দেশ প্রদানের ব্যাপারে। অর্থাৎ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ক্ষেত্রে—স্বাধীনতার পরের কেন্দ্রগুলোর মধ্যে যেগুলো মহকুমা সদরে নয়—সেসব কেন্দ্রই শুধু বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে আর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ক্ষেত্রে—মহকুমা সদরে অবস্থিত নয়—এমন সবকেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অবশ্য এ নির্দেশটি কার্যকরী হয়েছে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ডগুলো মাধ্যমে। নির্দেশটি একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করে দেখলে কোন রহস্য এতে নিহিত রয়েছে বলে মনে হয়। কেননা 'স্বাধীনতার পরে' শর্তটি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কিন্তু স্বাধীনতার পরের কেন্দ্রগুলো কি দোষ করেছে? কিংবা স্বাধীনতার পরের কেন্দ্রগুলোই শুধু দুর্নীতি গ্রস্ত হওয়ার কি যৌক্তিকতা রয়েছে? পরীক্ষায় নকল ও দুর্নীতি দমন করা হোক—এটা আমাদের সবার দাবী, তবে দুর্নীতি দমনের জন্যে চাই যথাযথ পদক্ষেপ। সুস্পষ্ট অভিযোগ তথা কারণ ছাড়া হঠাৎ কোন পরীক্ষা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়ে দুর্নীতি দমন করা যায়না। বরং তা হবে দুর্নীতি দমনের নামে প্রহসন মাত্র। অই এ ক্ষেত্রে আমাদের কথা হলো: সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে যেসব পরীক্ষা কেন্দ্রকে দুর্নীতির উৎসস্থল হিসেবে পাওয়া যায়, কিংবা যেসব কেন্দ্রের দুর্নীতি ও অব্যবস্থা সম্পর্কে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট অভিযোগ মেলে সেসব কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এসব কেন্দ্র চাই স্বাধীনতার পরের হোক কিংবা আগের হোক।

এই সাথে আমাদের দাবী হলো উপরোক্ত সাধারণ নির্দেশের ভিত্তিতে পরীক্ষা কেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বোর্ডের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর ন্যায় সে কেন্দ্রগুলোর ব্যাপারেও পুনর্বহাল—আদেশ প্রদান করা হোক। তা না হলে গরীব মাদ্রাসার ছাত্রদের অনেকের পক্ষে এবারকার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা সম্ভবপর হবে না।

মুহাম্মদ সৈয়দ আহমদ
মাদ্রাসা-ই-আলীয়া ঢাকা।

জনমত

মুন্সীগঞ্জের নার্সিং স্কুল

বাংলাদেশের গণমানুষের সুচিকিৎসার পথ প্রসস্ত করার উদ্দেশ্যে সরকার সম্প্রতি মুন্সীগঞ্জ মহকুমা-সহ সারাদেশে বেশ কয়েকটি মহকুমা সদরে একটি করে সিনিয়র নার্সিং স্কুল খুলেছেন। প্রত্যেকটি স্কুলে ২০ জন মহিলাকে ৪ বৎসর মেয়াদের মেডিক্যাল বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। মুন্সীগঞ্জে নার্সিং স্কুল খোলা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু ছাত্রীদের থাকার জন্যে কোন হোস্টেলের ব্যবস্থা না করায় পর পর তিনবার দরখাস্ত গ্রহণের তারিখ পরিবর্তন করা সত্ত্বেও আশানুরূপ দরখাস্ত পড়েনি। বহু সংখ্যক মহিলা আগ্রহের সাথে দরখাস্তের ফরম নেয়ার জন্যে এসে যখন শুনতে পান যে তাদের জন্যে হোস্টেলের ব্যবস্থা নেই তখন তারা আর ফরম নেননি। অবিবাহিতা কোন মহিলা কোন বাসা অথবা রুম ভাড়া করে লেখাপড়া করুক এটা কোন অভিভাবক বা সমাজ সহজভাবে মেনে নিতে পারে না।

এ অবস্থায় শেষ পর্যন্ত ৩০ জন মহিলা আবেদনপত্র জমা দেয়। তাদের মধ্যে ১৯ জন লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। পরীক্ষায় ১২ জনকে নির্বাচন করা হয়েছিলো। তাদের মধ্যে মাত্র ৮ জন ভর্তি হয়েছে। গত ২রা মার্চ ১৯৮১ তারিখ থেকে ২০ জনের স্থলে মাত্র ৮ জন ছাত্রী নিয়ে মুন্সীগঞ্জে সিনিয়র নার্সিং স্কুলে ক্লাস আরম্ভ হওয়ার পর মাত্র এক মাস যেতে না যেতেই ২ জন ছাত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। অবিলম্বে হোস্টেলের ব্যবস্থা না হলে আরো ২/৩ জন ছাত্রী কোর্স ছেড়ে চলে যাবে।

আনুমানিক ২৭ হাত দীর্ঘ এবং ২৭ হাত প্রশস্ত একটি টিনশেডের ছোট্ট একটি রুমে ৬ জন ছাত্রীর ক্লাস নেওয়া হয়। আর বড় একটি রুমে চিকিৎসক সহকারী ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নেওয়া হয়। বর্তমানে চিকিৎসক সহকারী ছাত্রছাত্রীরাও হোস্টেলের অভাবসহ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন।

এই প্রেক্ষিতে মুন্সীগঞ্জের এ নার্সিং স্কুলটি রক্ষা করার জন্যে অবিলম্বে একটি হোস্টেলের ব্যবস্থা করে পুনরায় দরখাস্ত আহবান অথবা অন্য কোন স্কুল থেকে ছাত্রী আনার ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে নার্সিং স্কুল পরিচালনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়ের প্রতি আমরা আবেদন জানাচ্ছি।

মজিবুর রহমান
সাবেক চেয়ারম্যান,
মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা, ঢাকা।
মোঃ আবদুল জলিল
মুন্সীগঞ্জশহর, ঢাকা।